চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৬ অক্টোবর ২০২১খ্রি.

জাতীয় জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন দিবস'২১
রোহিঙ্গারা শরনার্থী
জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সর্তক থাকবেন : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জন্ম নিবন্ধন সহকারীদের সর্তক ও সজাগ থেকে জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়ার কারণে তারা বিভিন্ন মাধ্যমে দেশে অবৈধভাবে নাগরিকত্ব গ্রহনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মানবিক কারণে তাদেরকে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনে যাতে কোন রোহিঙ্গা অন্তর্ভুক্তি না হয় সে বিষয়ে জন্মনিবন্ধনকারীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। তিনি আজ বুধবার দুপুরে নগরীর টাইগারপাসস্থ কর্পোরেশনের অস্থায়ী ভবনে সম্মেলন কক্ষে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস ২০২১ এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।
চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মো. ইলিয়াছ। জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কেন প্রয়োজন এর উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কর্পোরেশনের জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. তপন চক্রবর্ত্তী, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. আলী, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী রবিউল আলম ও বিকাশ কান্তি মল্লিক। এতে সংরক্ষিত কাউন্সিলর নিলু নাগ, ফেরদৌসি আকবর, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধনে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৯শত ৩৫জন পুরুষ, ৭ লাখ ৬৯ হাজার ৯শত ৪৭জন মহিলা ও অন্যান্য ৩ জন সহ সর্বমোট ১৫ লাখ ৯৯ হাজার ৮শত ৫৫জন অনলাইনে নিবন্ধিত হয়েছেন বলে জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. তপন তার প্রতিবেদন উল্লেখ করেন। তাঁর তথ্যে মৃত্যু নিবন্ধনে ২ হাজার ১শত ৩৪জন পুরুষ, ৭শত ৯১জন মহিলাসহ সর্বমোট ২ হাজার ৯শত ২৫জন অনলাইনে নিবন্ধিত হয়েছেন বলে জানা যায়। সভায় জন্মমৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ভোগান্তি ও ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করতে ইপিআই কর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেন জন্ম নিবন্ধনকারীরা। তারা বলেন নবজাত শিশুরা ওয়ার্ডের টিকা কেন্দ্রে টিকা নিতে আসেন সেক্ষেত্রে ইপিআই কর্মীরা শিশুর অভিভাবকদের জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন তা সম্পন্ন করতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেন।

পুষ্টি সেবা সামগ্রী বিতরণকালে মেয়র
কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নেই
আগামী প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের ভবিষ্যত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ কিশোরী রয়েছে, যার অধিকাংশই দরিদ্র বসতিতে বসবাস করে। বয়োসন্ধিকালে এসকল কিশোরীরা অকাল গর্ভধারণ ও মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভোগে এদের জীবনমান উন্নয়ন করা গেলে আগামী প্রজন্মকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা যাবে।
আজ বুধবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের টাইগারপাসস্থ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুষ্টি প্রতিনিধিদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন। চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার মো. সরোয়ার হোসেন খান, স্থপতি আব্দুল্লাহ আল ওমর, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মো. হানিফ, টাউন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান কৌহিনুর আকতার প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য পুষ্টি, মানসিক ও সামাজিক বিষয়ে কাউন্সেলিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের নিবন্ধিত মোট ৭শত জন কিশোরী মেয়েদের প্রতিমাসে পুষ্টি স্বাস্থ্য সেবা প্যাকেজ প্রদান কাজ শুরু হলো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়িত এ কার্যক্রম নগরীর দরিদ্র কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে। ইউএনডিপি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প সব সময়েই নগরের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে এবং করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেয়রের সাথে এন্যার্জিট্রন অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত
সকল সংযোগ লাইন মাটির নীচে দিয়ে নিতে প্রস্তাব

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে এন্যার্জিট্রন অস্ট্রেলিয়া (ঊহবৎমুঃড়হ অঁংঃৎধষরধ)'র একটি প্রতিনিধি দল আজ বুধবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ কর্পোরেশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে মেয়র দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এন্যার্জিট্রন প্রতিনিধি দল বিপিডিসি আন্ডারগ্রাউন্ড প্রকল্পের বিষয়ে মেয়রকে অবহিত করেন। তারা মেয়রকে জানান, নগরায়নের কারণে আধুনিক বিশ্বে কোথাও শহর বন্দরের কোথাও সড়কের উপর কোন বিদ্যুতের খুঁটি, ইন্টারনেট, ক্যাবল অপারেটরের ক্যাবল ঝুলন্ত অবস্থায় থাকেনা। যা শুধুমাত্র বাংলাদেশে দেখা যায়। এধরণের ঝুলন্ত বৈদ্যুিতিক, ইন্টারনেট ও ক্যাবল অপারেটরের সংযোগ ক্যাবল ও বিদ্যুতের খুঁটি একদিকে যেমন জঞ্জালে সৃষ্টি করে অপরদিকে ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ক্যাবল ও খুঁটির কারণে যেকোন সময় নগরীতে বড় ধরণের দুর্ঘটনার শংঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এন্যার্জিট্রন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখবে বলে মেয়রকে অবহিত করেন। তারা এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, চউক সহ সব সেবা সংস্থার সাথে আলাপ করবে বলে জানান। মেয়র তাদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে প্রশংসা করে বলেন, উন্নত বিশ্বে সবকিছুর সংযোগ লাইন মাটির তলদেশে স্থাপিত হয়। বাংলাদেশেও তা করা সম্ভব হলে এর সুফল পাওয়া যাবে। যেখানে আমরা ট্যানেলের মত উন্নত প্রযুক্তি চালুর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করছি, সেখানে মাটির উপরে কোন সংযোগ লাইন না রাখলে নগরীর সৌন্দর্য্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তিনি এন্যার্জিট্রন কর্মকর্তাদের সব সংযোগ লাইন খুঁটি অপসারণ করলেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সড়কবাতির খুঁটি যাতে অপসারণ করা না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে বলেন, না হলে আলোকায়ন কাজ ব্যাহত হবে।
এসময় মেয়রের একান্ত সচিব মো. আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) রেজাউল বারী ভূঁইয়া, বিপিডিবি আন্ডারগ্রাউন্ড প্রকল্পের উপদেষ্টা এ.কে.এম মোস্তফা কামাল, ডেপুটি টিম লিডার মো. আশরাফুল আলম, প্রকল্প ম্যানেজার মি. ক্রিস, ফিল্ড ম্যানেজার ফয়সাল খান, ফিল্ড সার্ভেয়ার আনিসুর রহমান, নাঈম সাব্বির রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩